KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

Vol-1, Issue-1 Bardhaman , 15 June 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

শুভেচ্ছা বার্তা

‘খবর সোজাসুজি’ পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশের খবরে আমি অত্যন্ত খুশি। আশাকরি, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে মানুষের স্বার্থে সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলবে ‘খবর সোজাসুজি ’। শুভকামনা রইল।

মেহেমুদ খান
সভাপতি, জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

পাক্ষিক সংবাদপত্র ‘খবর সোজাসুজি’ প্রকাশের খবরে আমি অত্যন্ত খুশি। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করবে আশা রাখি। অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রইল।

সৌমেন ঘোষ
সভাপতি, ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

জলের সংযোগ আছে, কিন্তু জলের দেখা নেই !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিএইচই’র তত্ত্বাবধানে ‘জলস্বপ্ন’ প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জেলার

জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে পরিশ্রুত নলবাহিত পানীয় জলের জন্য প্রায়

(এরপর তিনের পাতায়)

১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ শূন্য !

কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণে ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত বাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। ১০০ দিনের কাজ বাবদ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা কোটি কোটি টাকা। বছরে ১০০ দিনের কাজ পাওয়া যেখানে আইনি অধিকার, সেখানে রাজ্যের বিরুদ্ধে হিসাবের গরমিলের অভিযোগে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষকে ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত করতে পারে কি কেন্দ্র সরকার, উঠছে প্রশ্ন। ১০০ দিনের কাজ চালু থাকলে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষদের

হাতে আসত টাকা,আর সেই টাকা বাজারে ঘুরত, চাঙ্গা থাকত বাজার অর্থনীতি,মত বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু রাজ্যের বিরুদ্ধে গরমিলের অভিযোগ তুলে ১০০ দিনের

(এরপর তিনের পাতায়)

অমরপুরে দামোদরের উপর কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অমরপুরে

দামোদর নদের উপর কংক্রিটের সেতু

নির্মাণের দাবিতে সরব এলাকাবাসী। বর্ষা কাল ছাড়া নদী পারাপারের জন্য সারা বছর কাঠের পুল-ই ভরসা। বর্ষার সময় দামোদর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে,পুলও খুলে দেওয়া হয়।প্রাণ হাতে নিয়ে নৌকা করে পারাপার করতে হয়। বর্ষার সময় বেশি সমস্যায় পড়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। অবিলম্বে অমরপুরে দামোদর নদের উপর কংক্রিটের ব্রীজ নির্মাণের দাবি জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

ধনেখালিতে অভিষেকের রোড শোয়ে জন জোয়ার, প্রবল উন্মাদনা মানুষের মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচিতে বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ চষে বেড়াচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।জনসংযোগ যাত্রায় গ্রাম বাংলার মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে একেবারে বাড়ির উঠোনে পৌঁছে যাচ্ছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশের বাড়ির ছেলের মতোই উঠোনে বসে চা পান করছেন তিনি। সম্প্রতি হুগলির ধনেখালি সিনেমাতলা থেকে মদনমোহন তলা পর্যন্ত রোড শো করলেন অভিষেক ।তাঁর রোড শো

গুলি এক একটি জন সুনামির আকার নিচ্ছে। ধনেখালিতে রোড শোয়ের নির্ধারিত সময় বিকেল সাড়ে চারটে থাকলেও তার বহু পূর্ব থেকেই ভিড় জমাতে থাকেন উৎসাহী ব্যক্তিরা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ধনেখালিতে এসে উপস্থিত হন অভিষেক ।পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংর্বধনা দেন ধনেখালির বিধায়ক তথা হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান অসীমা পাত্র, হুগলি-শ্রীরামপুর

(এরপর তিনের পাতায়)

এক নজরে

- পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নের প্রথম দিন থেকেই উত্তেজনা জেলায় জেলায়। কোথাও বিরোধীদের বাধা, কোথাও শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে অশান্তি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে আতংক।
- রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ৮ জুলাই। একদফাতেই পঞ্চায়েত ভোট, জানিয়ে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
- সর্ব দলীয় বৈঠক না ডেকে হঠাৎ ঘোষণা করা হল পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ! এটা কি মোদীর নোট বাতিলের মতোই হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় ? উঠছে প্রশ্ন।
- চালু হল ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ কর্মসূচি। এবার থেকে ফোন করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে অসুবিধার কথা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ,যোগাযোগ নম্বর - ৯১৩৭০৯১৩৭০
- নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- সিবিআই হানা রাজ্যের একাধিক পুরসভায়।
- রাজ্যের নতুন নির্বাচন কমিশনার হলেন রাজীব সিনহা।
- ধনেখালি সিনেমাতলা থেকে মদনমোহন তলা পর্যন্ত রোড শো করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- একে এই তীব্র গরম, তার উপর মাঝে মধ্যে লোড শেডিং। এই হাঁসফাঁস করা গরমে নাজেহাল অবস্থা মানুষের।
- তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচিতে হরিপালে ট্র্যাক্টর চেপে রোড শো করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খানের উদ্যোগে জলসত্র জামালপুর পুলমাথায়।
- দুর্নীতি রুখে শিক্ষা ও কাজের পরিবেশ ফেরানোর দাবিতে বাম ছাত্র-যুবদের ডাকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার।

(এরপর চারের পাতায়)

Khabor Sojasuji Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-1 15 June 2023

সম্পাদকীয়

খবর সোজাসুজি ডিজিটাল মিডিয়ার পাশাপাশি আমরা এবার পা রাখলাম প্রিন্ট মিডিয়ার জগতে। আপনাদের ভালবাসা ও আর্শীবাদে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের খবর সোজাসুজি ডিজিটাল মিডিয়ার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল ভীষণ জনপ্রিয় লাভ করেছে।বেশ কিছু দিন ধরে আমাদের ডিজিটাল মিডিয়ার দর্শক ও পাঠক মহল থেকে অনুরোধ আসছিল খবর সোজাসুজি নামে সংবাদ পত্র প্রকাশ করার জন্য।তারই ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করল 'খবর সোজাসুজি' পাক্ষিক সংবাদপত্র।জনতা জনার্দনের রায়কে শিরোধার্য করে খবর সোজাসুজি ডিজিটাল মিডিয়ার পাশাপাশি পথ চলা শুরু হল খবর সোজাসুজি পত্রিকার। আর প্রসঙ্গত বলে রাখি,নীতির জায়গায় আমরা অবিচল।আমরা খবরের সঙ্গে কোনো আপোষ করি না। চোখে চোখ রেখে সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলতেই আমরা পছন্দ করি।কারণ আমরা খবর ছাপি, চাপি না। শাসক এবং বিরোধী,উভয় দলেরই ভাল-মন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা-পর্যালোচনা করি। প্রয়োজনে করি গঠনমূলক সমালোচনাও।এটাই সংবাদমাধ্যমের কাজ। এতে যদি কারও রাগ হয়, আমাদের কিছু করার নেই। আমরা সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলতে পছন্দ করি। আমরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই, আমরা জনগণের পক্ষে। জনগণের ভালবাসাই আমাদের পাথেয়। আপনারা যেভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন,আশা করি আগামী দিনেও সেভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

সামার প্রজেক্ট এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ স্কুলে গরমের ছুটিতে ছাত্র ছাত্রীদের 'সামার প্রজেক্ট' করতে বলা হয়েছে স্কুল থেকে, পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর অধিকাংশ পড়ুয়া জানেই না প্রজেক্ট বিষয়টি কি ? খায় না মাথায় দেয় ? প্রজেক্টের লক্ষ্য যেখানে পড়ুয়াদের সামগ্রিক বিকাশ, সেখান ছাত্র ছাত্রীদের প্রজেক্টের বিষয়ে সম্যক ধারণা না দিয়ে অনেক স্কুল শিক্ষকই কেবলমাত্র ছুটিতে কি করতে হবে সেই টপিক বলে দিয়েই দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন, অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সঠিক ভাবে প্রজেক্টের বিষয়ে গাইড না করে অনেক স্কুল শিক্ষকই পড়ুয়াদের বলেছেন ইউটিউব বা গুগল সার্চ করে দেখে লিখে নিয়ে যেতে। অনেক অভিভাবকেরই প্রশ্ন, এতে কি সামার প্রজেক্টের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে ? না কেবলমাত্র সরকারের নির্দেশ পালনের জন্য যেকোনও ভাবে দায়মুক্ত হওয়া ? দেখে দেখে লিখে প্রজেক্ট করে ছাত্র-ছাত্রীদের আদৌ কি সামগ্রিক বিকাশ হবে ? যেখানে বলা আছে শ্রেণী শিক্ষকের প্রত্যক্ষ গাইডেন্স অনুযায়ী হাতে কলমে শিখবে, সেখানে শ্রেণী শিক্ষকের গাইড ছাড়া ইউটিউব বা গুগল সার্চ করে লিখেও পড়ুয়াদের প্রজেক্টের খাতায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হচ্ছে শ্রেণী শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে ! সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয় এটা ! ফলে,এই সামার প্রজেক্ট থেকে পড়ুয়াদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার কতটা বিকাশ ঘটলো বা কতটা অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করলো,এ বিষয়ে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েই গেল।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সারি সারি শুকনো গাছ, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী!

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হুগলি জেলার

ধনেখালি ব্লকের খানপুর থেকে গুড়াপ যাবার পথে ২৩ নং রাস্তার ধারে জৌগ্রাম মোড়,মৌবেশিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় শুকনো গাছ। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা এড়াতে মরা গাছগুলি অতিদ্রুত কেটে রাস্তার ধার থেকে সরিয়ে দিক প্রশাসন, দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চাই সু-শীতল ছায়া

পার্থ পাল

বিশ্বের উষ্ণতম শহরের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাঁকুড়া। এবারে এখানকার সর্বোচ্চ পারদ স্তর পৌঁছেছিল ৪৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ! যা বিশ্বে সপ্তম সেরা। এমন ভয়াল উষ্ণতায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসী খোঁজ করেছিলেন একটু শীতলতার। পাননি।

অবিবেচকের মত অতি আপন বৃক্ষকে পর করে দেওয়াই এর অনণ্যতম কারণ। জনবিস্ফোরণের চাপে নিজের এক টুকরো জমির কিছুটা অংশ বৃক্ষকে ছেড়ে দেওয়া এখন বোকামি। তার পরিবর্তে প্রখর রোদ্দুরে স্টিলের সেডের ছাউনি দিয়ে রোদকে দূর করা অনেক সহজ ; জায়গা-সাশ্রয়ীও। তেমনই ঘরের অভ্যন্তরকে শীতল রাখতে একটা এসি বসিয়ে দিলেই কেল্লাফতে। সেই এসি, ফ্রিজ, কুলারের মতো শীতলীকরন যন্ত্রদের অবদানে যে অকৃপন তাপ প্রকৃতি পেয়ে থাকে তা শোষণ করার বৃক্ষরা কোথায় ?

বেঙ্গালুরুতে সংগঠিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বৃক্ষহীন একটি এলাকার উষ্ণতা যেখানে ৩৪.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, সেখানে বৃক্ষবহুল এলাকায় তা ২৯.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মাত্র। অর্থাৎ বৃক্ষ একটি জায়গার তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রী পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। এ উষ্ণতা হ্রাসের পিছনে লুকিয়ে আছে সহজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বেশিরভাগ গাছের পাতার রং সবুজ। বড় বৃক্ষের ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ পাতারা সূর্য রশ্মির অনেকটাই আটকে দেয়। আমরা জানি, সূর্যের সাদা আলো আসলে সাতটি বর্ণের আলোক রশ্মির সমাহার। পাতা সবুজ রঙের আলোকে প্রতিফলিত করে। তাই আমরা পাতাকে সবুজ দেখি। বাকি ছটি রংয়ের আলোকে পাতা শোষণ করে নেয়। এবং আলোর ফোটন কণাকে ব্যবহার করে মাটির জল ও বাতাসের কার্বনডাই-অক্সাইডের সহায়তায় পত্র কোষে সালোকসংশ্লেষ করে। ফলে সূর্যালোকের খুব কম অংশই মাটি স্পর্শ করতে পারে। তাছাড়া পাতাগুলি দিয়ে শোষিত

আলো তাপে রূপান্তরিত হতে পারে না। তাই আশপাশের থেকে বৃক্ষতল অনেক অনেকাংশেই ঠান্ডা বোধ হয়।

এছাড়াও আছে বাষ্পমোচনের আশীর্বাদ। সালোকসংশ্লেষের উপজাত হিসেবে জলকণারা পাতার নিচে থাকা অসংখ্য পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে। একে বলে বাষ্পমোচন। জলকণা থেকে বাষ্পে পরিণত হতে প্রয়োজন হয় লীনতাপের। জল সে তাপ শোষণ করে আশপাশের বাতাস ও বৃক্ষ থেকে। ফলে বৃক্ষের উপরিতলের বাতাস তাপ হারিয়ে শীতল হয়। শীতল বায়ু ভারী। তাই তা ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে থাকে। আর নিচের তুলনামূলক উষ্ণ, হালকা বাতাস সেই শীতল বায়ুকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উপরে উঠে যায়। তাপের এই উল্লম্ব আদান-প্রদান চলতে থাকে দিনভর। তাই দেখা যায়, বেলা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্ষতল ক্রমশ শীতল হতে থাকে। গবেষণা অনুযায়ী, একটি সুবিশাল বটবৃক্ষ থেকে সারা দিনে প্রায় একশ লিটার জল বাষ্পমোচন পদ্ধতিতে বাতাসে মেশে। গাছের প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর এই প্রক্রিয়ায় লাভবান হই আমরা ; শীতলতা পায় পার্শ্ববর্তী পরিবেশ।

এ যদি উপর থেকে নেমে আসা শীতলতা হয়, তবে রয়েছে নিচে ঘোরাফেরা করা শীতল বাষ্পও। বৃক্ষ মূলের মাটির গভীর থেকে জল সংগ্রহের প্রভাবে গাছের তলার মাটি থাকে আর্দ্র। তাই সূর্যের উপস্থিতিতে, উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের জন্য এই আর্দ্র মাটির জলকনারাও অল্প পরিমানে বাষ্পীভূত হয়। এই বাষ্পীভবনের জন্য লীনতাপ হারিয়ে বৃক্ষতল হয়ে ওঠে সু-শীতল।

অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে ছায়া সৃষ্টিকারী স্টিলের শেডে সূর্যালোক হয়তো আটকায় ; তাপ আটকায় না সেভাবে। এক্ষেত্রে বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাই ছায়াঘেরা জায়গাটি উত্তপ্ত হয়। মুক্ত বাতাসের অভাবে হয়ে ওঠে গুমোট। শুধু তাই নয়, সূর্যালোকের প্রতিফলনে আমাদের আশপাশের পরিবেশেরও উত্তাপ বেড়ে যায় অনেকটা। উন্নত শহরগুলিতে তাই এখন ছাদে নেট সেটের উপর লতানে গাছ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে ছায়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে যেমন সবুজ-ঢাকা জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সৌন্দর্য যেমন বাড়ছে, তেমনই কমছে শহরের সার্বিক তাপমাত্রাও।

যদিও এমন ভীষণ দহন দিনে প্রাণ বাঁচাতে বৃক্ষের কোনও বিকল্প নেই। বিকল্প নেই বৃক্ষরোপণ ও বছরভর তার পরিচর্যারও।

ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েতের কাজে সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি সহ একাধিক দাবিতে সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জামালপুর ১ নং এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে জামালপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হল।উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা সমর ঘোষ,বিজন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংসারের হাল ধরতে গ্রামের রাস্তার পাশেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান খুলে বসেছেন অঞ্জলি দেবী !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নারী প্রকৃতি, নারী সৃষ্টি, নারী দশভুজা।নারী শক্তির কাছে অসুর পরাজয় শিকার করেছিল। নারী এক হাতে সংসার সামলাচ্ছে, পরিবার পরিজনদের আবদার মেটাচ্ছে, সন্তান মানুষ করছে, আবার অন্যহাতে রোজগার করে সংসার রক্ষা করছে, আবার কখনো প্রতিবাদী হয়ে উঠছে।

তেমনই দক্ষিণদিনাজপুরের এক লড়াকু মহিলা সাইকেল সারাই করে সংসারের হাল ধরেছেন, এ যেন এক হার না মানা গল্প। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুসুম্বা এলাকার বাসিন্দা অঞ্জলি বর্মন দীর্ঘ চার বছর ধরে সংসারের হাল ধরতে সাইকেলের দোকান চালাচ্ছেন গ্রামের রাস্তার পাশে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতুড়ি রেঞ্চ নিয়ে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন অঞ্জলি বর্মন।প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে অন্যান্য মহিলারা গৃহস্থলীর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অঞ্জলি বর্মন যেন এলাকায় এক আলোচিত নাম। জানা গেছে একটা সময় স্বামীই সংসার চালাতেন। যদিও স্বামী শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ার কারণে বর্তমানে জীবন-জীবিকা হিসাবে সাইকেল মিস্ত্রির কাজ বেছে নিয়েছেন এই মহিলা। গ্রামের রাস্তার পাশে ছোট্ট দোকানে সাইকেল সারানোর পাশাপাশি মোটরসাইকেলেরও ছোটখাট কাজ করেন এই মহিলা।

প্রথমদিকে একজন মহিলাকে সাইকেল সারানোর কাজ করতে দেখে অবাক হতেন অনেকেই। পাশাপাশি নানান কটুক্তিও শুনতে হয়েছে একটা সময়। যদিও বর্তমানে এলাকার বহু মানুষজন তার দোকানে সাইকেল সহ মোটরসাইকেল সারাই করেন বলে জানা গেছে। জীবন যুদ্ধে হার না মানা অঞ্জলি বর্মন তার কাজ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান ছেলেরা যদি সব কাজ করতে পারে আমরা মেয়েরা কেন পারব না। যা উপার্জন হয় তাতে সংসার মোটামুটি চলে যায়।সর্বোপরি বলাই বাহুল্য, অঞ্জলি বর্মনের মত মহিলারাই সমাজের অন্যান্য মহিলাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত, জীবন যুদ্ধে হার না মানা এক বড় লড়াকু প্রতিবিম্ব।

(প্রথম পাতার পর) জলের সংযোগ আছে, কিন্তু জলের দেখা নেই !

এক বছর আগে দেওয়া হয়েছে পানীয় জলের সংযোগ। কিন্তু প্রায় এক বছর কেটে গেলেও গ্রামের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে জলের দেখা এখনও মেলেনি।শুধু মথুরাপুর নয়, জামালপুর ব্লকের শিয়ালি,কোড়া,মাঠ শিয়ালি , দোগাছিয়া, গোহালদহ সহ একাধিক গ্রামেও একই সমস্যা।

অন্যদিকে,হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার খানপুর গ্রামেরও একই অবস্থা। খানপুরে প্রত্যেক বাড়িতে পরিশ্রুত নলবাহিত পানীয় জলের জন্য প্রায় এক বছর আগে দেওয়া হয়েছে পানীয় জলের সংযোগ।কিন্তু প্রায় এক বছর কেটে গেলেও জলের দেখা এখনও মেলেনি।জলের আশায় দিন গুনছেন এলাকাবাসী।কি কারণ, কার দায় ?এটা কি শুধু ঠিকাদারি সংস্থার গাফিলতি ? পঞ্চায়েতের কি এ বিষয়ে কোনো দায় নেই ? উঠছে প্রশ্ন।

(প্রথম পাতার পর) ধনেখালিতে অভিষেকের রোড শোয়ে জন জোয়ার

সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরিন্দম গুঁই এবং ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ।তারপর শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত রোড শো। তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে তখন উৎসাহী মানুষের ভিড়।তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কখনও রাস্তায় হাঁটছেন, কখনও আবার গাড়ির মাথায় উঠে যাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।হুড খোলা গাড়িতে চলেছেন তিনি। আবার গাড়ির মাথায় পা ঝুলিয়ে বসতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।আর তৃণমূল সাংসদকে ঘিরে এগিয়ে চলেছে জনসমুদ্র।

(প্রথম পাতার পর) কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণে ১০০ দিনের

কাজের টাকা না দিয়ে কার্যত গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার, অভিযোগ। ১০০ দিনের কাজে সত্যিই যদি দুর্নীতি প্রমাণিত হয় তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিকপ্রশাসন, চাইছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের দ্বৈরথের মধ্যে পড়ে ১০০ দিনের কাজ থেকে কেন বঞ্চিত হবেন গরিব মানুষ, উঠছে প্রশ্ন।অতি সত্ত্বর চালু হোক ১০০ দিনের কাজ, চাইছেন সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষজন।

অন্যদিকে, ঠিকাদারদেরও কোটি কোটি টাকা পাওনা ১০০ দিনের কাজ বাবদ। তাঁদের দাবি, কাজে গাফিলতি থাকলে অবশ্যই তদন্ত হোক, প্রয়োজনে গ্রহণ করা হোক আইনানুগ ব্যবস্থা। কিন্তু ঠিকাদারদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন টাকা আটকে রেখে তাঁদের ভাতে মারার চেষ্টা করছে কেন্দ্র সরকার।অতি সত্ত্বর বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরাও।

প্রসঙ্গত ২০২১ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে ১০০ দিনের প্রকল্পে রাজ্যকে কোনও অর্থ দিচ্ছে না কেন্দ্র। তাদের যুক্তি এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।আর এই পরিপ্রেক্ষিতে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি। কেন্দ্র কেন ১০০ দিনের বকেয়া টাকা ফেলে রেখেছে এবং বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা জানতে চেয়ে কেন্দ্রের কাছে ২০ জুনের মধ্যে হলফনামা তলব করল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের স্পষ্ট বক্তব্য,ক্ষুব্ধ যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে পদক্ষেপ নিন।শষ্য থেকে তুষ ঝেড়ে ফেলুন। টাকা আটকে রেখে এভাবে যোগ্যদের বঞ্চিত করা যায় না।ক্ষুব্ধরাজ্যের শাসকদলও ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব।

অবশেষে শুরু হল খানপুরে কানানদীর উপর লকগেট পুনর্নির্মাণের কাজ,এলাকায় খুশির হাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর পর মানুষের দাবি মেনে অবশেষে শুরু হল লকগেট পুনর্নির্মাণের কাজ। হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার গুড়বাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুরে কানানদীর উপর লকগেটটি প্রায় ৫ বছরের বেশি সময় ধরে ভেঙ্গে পড়েছিল।দীর্ঘপ্রায় ৫ বছর ধরে সেচের জল থেকে বঞ্চিত প্রায় ১৮ টি গ্রামের মানুষ।লকগেটটি সারানোর দাবিতে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেছিলেন এলাকার চাষীরা। অবশেষে লকগেটের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া চাষী মহলে।

ইটলা থেকে বিজলা যাবার রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইটলা থেকে বিজলা যাবার রাস্তার বেহাল দশা।সাইকেল,মোটর সাইকেল তো দুরস্ত,রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলাচল করাই দায়।চার চাকা তো এ রাস্তা দিয়ে ঢুকতেই পারে না। এলাকাবাসীর অভিযোগ,কোনো অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়লে খাটে চাপিয়ে কাঁধে করে তাকে ইটলা কালীতলা পিচ রাস্তার কাছে নিয়ে আসতে হয়।কারণ এই রাস্তা দিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারে না চার চাকার গাড়ি।পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে জামালপুর ব্লকে অনেক জায়গায় শুরু হয়েছে একাধিক রাস্তার কাজ।কিন্তু ব্রাত্যই রয়ে গেছে ইটলা থেকে বিজলা যাওয়ার রাস্তাটি।নজর নেই কারো।অতি দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, দাবি জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

রাস্তার বেহাল দশা !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মেমারি ১ নং ব্লকের দলুই বাজার ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দামোদরের বাঁধের রাস্তার বর্তমান অবস্থা ! এই বাঁধের রাস্তা দিয়ে পশ্চিম পাল্লা,মাঝ পাল্লা ও পূর্ব পাল্লা- এই তিনটি গ্রামের মানুষ ছাড়াও দূর দূরান্তের বহু মানুষের নিত্য দিনের যাতায়াত।স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়েই। বর্তমানে ডিভিসি'র এই বাঁধের রাস্তা যে অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে এবং সাইকেল ও মোটর বাইক নিয়ে যাতায়াত করতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন।এলাকার মানুষের অভিযোগ, দামোদরের এই বাঁধের লাল সুরকির উপর দিয়ে অধিক পরিমাণে বালি বোঝাই লরি ও ট্রাক্টর যাতায়াতের ফলে রাস্তার এই হাল। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

এ যেন উলট পুরাণ !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েতে প্রার্থী হবার জন্য যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের নেতা কর্মীদের মধ্যে চলছে রেষারেষি, সেখানে হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপে দেখা গেল দেখা গেল উল্টো চিত্র। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চায়েতে প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান উপ প্রধান মহম্মদ হানিফকে।বলা হয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁকে করা হবে পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু তিনি এবারে আর পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়াতে রাজি হননি।কারণ তিনি চান সদস্য,প্রধান, উপপ্রধান পদে অন্যরাও সুযোগ পাক। তিনি একনিষ্ঠ ভাবে দলের কাজ করতে চান।জানা গেছে,ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র নিজে অনুরোধ করেছিলেন পঞ্চায়েতে প্রার্থী হওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় অসীমাদিকে করজোড়ে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর মনের কথা।ফলে অসীমাদিও তাঁর মনের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে আর জেদাজেদি করেননি বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হলে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি জানিয়েছেন, হানিফ সত্যিই আমাদের দলের গর্ব। যেখানে বিভিন্ন জায়গায় টিকিট নিয়ে গন্ডগোল হচ্ছে সেখানে হানিফের মতো মানসিকতার মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। অসীম পাত্র জানিয়েছেন,হানিফ যেহেতু পঞ্চায়েতে প্রার্থী হতে চাইছে না, তাই হানিফকে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।এখন দেখার, পঞ্চায়েত সমিতিতেও তিনি প্রার্থী হতে রাজি হন কি না ? না তিনি কেবলমাত্র মনপ্রাণ দিয়ে দলই করতে চান?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন।আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করার লক্ষ্যে গুড়াপ থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে গুড়াপ থানা এলাকায় চলছে রুট মার্চ ও এরিয়া ডোমিনেশন। সাধারণ মানুষের কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের জন্য এলাকার মানুষজনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও করছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

- সামার ভ্যাকেশন বাড়ানোর উদ্দেশ্য মিড ডে মিলের চাল চুরি করা, বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর
- ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যে চালু হচ্ছে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স।
- বাম কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এখন অনেকেই বলাবলি করছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লাভ কি? ফল তো শূন্য। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নয়,একক শক্তিতে লড়াই করুক বামেরা, চাইছেন তাঁরা।
- তৃণমূলে যোগ দিলেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস।
- ক্ষুন্নমেরুদণ্ডহীন প্রাণীর বিক্রি হওয়ার নমুনা দেখলাম ক্ষুন্ন, দলবদল ইস্যুতে বায়রনকে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।
- জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রকাশ্যে জনসমক্ষে যদি কেউ দলবদল করেন তাহলে তাঁর বিধায়ক বা সাংসদ পদ তৎক্ষণাৎ খারিজ হবে না কেন, উঠছে প্রশ্ন।
- নতুন সংসদ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সর্ব ধর্ম প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মূল সংসদ ভবনে পবিত্র সেঙ্গোলের প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানমন্ত্রীঞ্চ।২১ টি বিরোধী দলের বয়কটের মধ্যেই যাত্রা শুরু হল নতুন সংসদ ভবনের।

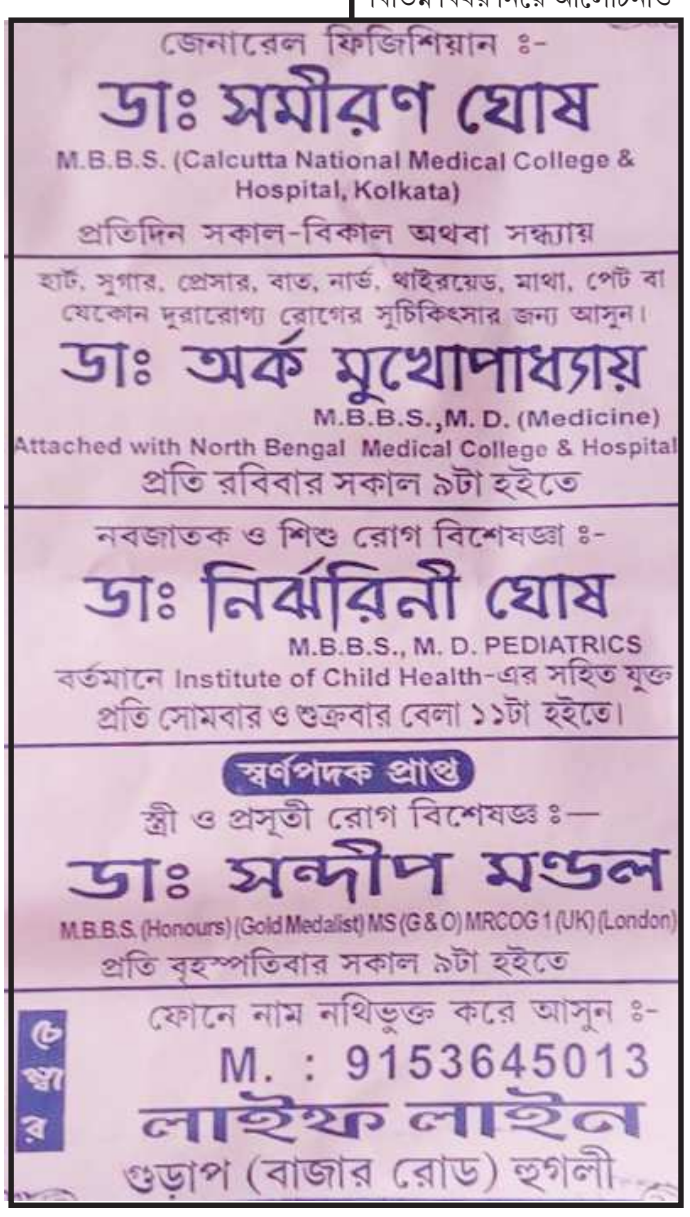

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com